প্রেস আপীল বোর্ড

বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের প্রেস আপীল বোর্ডের উপস্থিত চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ
১। বিচারপতি মো. নিজামুল হক নাসিম, চেয়ারম্যান, প্রেস আপীল বোর্ড ও বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল।
২। জনাব ইকবাল সোবহান চৌধুরী, সদস্য, প্রেস আপীল বোর্ড ও বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল।
৩। মো. কাওসার আহাম্মদ, যুগ্মসচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ও সদস্য, প্রেস আপীল বোর্ড

আপীল মামলা নং ০৪/২০২২

যে বিষয়ে

শাহনীয়া সুলতানা, অ্যাডভোকেট

আপীলকারী

বনাম

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, ঢাকা।

রেসপনডেন্ট

এবং

যে বিষয়ে

শাহনীয়া সুলতানা, অ্যাডভোকেট স্বয়ং

আপীলকারী পক্ষে

বনাম

জনাব মো. সাইদুল ইসলাম সেলিম, অ্যাডভোকেট, অতিরিক্ত সরকারি কৌশুলী।

রেসপনডেন্ট পক্ষে

রায়ের তারিখঃ ২০/১২/২০২২

রা য়

ইহা আপীলকারী একেএম মাহবুবুল করিম কর্তৃক ছাপাখানা ও প্রকাশনা (ঘোষণা ও নিবন্ধীকরণ) আইন ১৯৭৩, ১৯৭৩ সনের ২৩ নং আইন এর ২(ক) ধারায় প্রেস আপীল বোর্ডের কাছে দাখিলকৃত একটি আপীল। আপীলকারীর বক্তব্য হলো তিনি এই আপীলটি প্রতিপক্ষ কর্তৃক স্মারক নং ০৫.৪১.২৬০০.০২৫.০৫২.০৭৭(অংশ-১).২১-৪০৬(৫০) তারিখ ০৫/১২/২০২১ তারিখে ইস্যুকৃত অফিস আদেশের ৪৭ নাম্বার ক্রমিক মোতাবেক ১৯৭৩ সনের ছাপাখানা ও প্রকাশনা (ঘোষণা ও নিবন্ধীকরণ) আইন ৯(৩)খ ধারা এবং পত্রিকাটির প্রকাশক ও সম্পাদকের বিরুদ্ধে চুক্তিপত্রের শর্ত না মানার কারনে ১৯৭৩ সনের ছাপাখানা ও প্রকাশনা (ঘোষনা ও নিবন্ধন) আইনের ১০ ধারা মোতাবেক সাপ্তাহিক বাংলা বিবেক পত্রিকার ঘোষনাপত্র ফরম (বি) বাতিল কারার বিরুদ্ধে আপীল আবেদন দাখিল করেন। তিনি ০১/০৪/১৯৯১ তারিখে এই পত্রিকাটির ফরম (বি) পুরন করেন। যাতে তিনি ঘোষণাপত্র প্রদান করেন যে তিনি সাপ্তাহিক বাংলা বিবেক পত্রিকার প্রকাশক যাহা বার্কো প্রিন্টিং ওয়ার্কস থেকে ছাপানো হবে এবং শেখ সহেব বাজার রোড নং-৯, ঢাকা-১২০৫ থেকে প্রকাশিত হবে। পত্রিকাটি পোস্টমাস্টার জেনারেল সেন্ট্রাল সার্কেল অফিসে ডিএ৯৪৭ নম্বরে নিবন্ধিত ছিল। পত্রিকাটির প্রকাশনা থেকে শুরু করে নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছিলো এবং যার কপিসমূহ নিয়মিত সরকারি অফিসসমুহে দেয়া হতো। এর প্রকাশনা ৬ মাস সময়ের জন্য কখনো বন্ধ হয় নাই।

বিগত ০৮/১১/২০২১ তারিখে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, ঢাকা এর দপ্তর হতে ০৫.৪১.২৬০০.০২৫.৫৩.০৭৭.২১-৩৩০ নম্বর স্মারকে একটি নোটিশ ইস্যু করা হয়। কিন্তু আপীলকারী কোনো নোটিশ পাননি এবং এ নোটিশের ব্যাপারে তিনি অবগত নন। পরবর্তীতে ০৫/১২/২২১ তারিখে ০৫.৪১.২৬০০.০২৫.০৫২.০৭৭(অংশ-১)-৪০৬(৫০) নং স্মারকে আরো একটি নোটিশ জারি করা হয়। কিন্তু এই নোটিশটিও তিনি পাননি। তিনি দীর্ঘদিন শারীরিকভাবে অসুস্থ থাকার কারনে রফিকুল ইসলাম রফিক ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। সততা, সুনাম ও আন্তরিতার সাথে তিনি

পত্রিকাটি প্রকাশ করে আসছিলেন। গণমাধ্যমকর্মী হিসেবে তার পরিচিতি আছে। গত ০৫/১২/২০২১ তারিখে রেসপনডেন্ট পত্রিকাটির ঘোষনাপত্র বাতিল করেন। রফিকুল ইসলামকে গত ০৬/১২/২০২১ তারিখ দিবাগত রাতে পত্রিকা বিতরণকারী ব্যক্তি ফোন করে জানান পত্রিকার ঘোষণাপত্র বাতিল করা হয়েছে। ০৭/১২/২০২১ তারিখে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কার্যালয়, ঢাকায় উপস্থিত হয়ে হাতে হাতে উপরোক্ত নোটিশ গ্রহণ করা হয়। উপরোক্ত নোটিশে বলা ছিলো যে পত্রিকাটি দীর্ঘদিন ধরে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কার্যালয় ছাপাখানা ও প্রকাশনা, শাখায় জমা দেওয়া হচ্ছেনা। ধারাবাহিকভাবে বন্ধ বলে নোটিশে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু পত্রিকাটি নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। রেসপনডেন্ট এর কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখা নগর পুলিশের বিশেষ শাখা এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের নিবন্ধন শাখার নিয়মিত জমা দেওয়া হতো যার কপি তার কাছে সংরক্ষিত আছে।

বিশ্বব্যাপী চলমান করোনা পরিস্থিতির কারনে ২০২০ সালে লকডাউন চলাকালীন আর্থিক সংকটে পত্রিকা প্রকাশ ও বিতরণে কিছুটা বিঘ্ন হয়েছিল কিন্তু পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশিত হতো। কিন্তু কোনো কারনদর্শানোর নোটিশ না দিয়ে এবং প্রকাশিত পত্রিকার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে বিগত ০৫/১২/২০২১ তারিখে রেসপনডেন্ট পক্ষ পত্রিকার ঘোষনাপত্র বাতিল করেন। ফলে সমস্ত কর্মচারীগন বেকার হয়ে পড়ে। এই ঘোষণাপত্র বাতিল আদেশের বিরুদ্ধে অত্র আপীলটি দায়ের করা হয়। আপীলটি দায়ের করার পূর্বে ঘোষনপত্র বাতিল আদেশ প্রত্যাহার চেয়ে আপীলকারী জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বরাবর একটি আবেদন করেন। সেখানে তিনি বলেন যে, যদিও দেখা যায় যে আপীলকারীকে ০৮/১১/২০২১ তারিখে একটি শোকজ নোটিশ দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তিনি কোনো শোকজ নোটিশ পাননি এবং এ ব্যাপারে তিনি অবগতও ছিলেন না। পরবর্তীতে ০৫/১২/২০২১ তারিখে ০৫.৪১.২৬০০.০২৫.০৫২.০৭৭(অংশ-১).২১-৪০৬(৫০) নং স্মারকের আরো একটি নোটিশ জারি করা হয়। কিন্তু সেই নোটিশটিও তিনি পাননি। দীর্ঘদিন যাবত তিনি অসুস্থ ছিলেন তার অনুপস্থিতিতে মো. রফিকুল ইসলাম রফিক কে ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। তিনি টেলিফোনের মাধ্যমে ০৬/০২/২০২১ তারিখে বিগত রাত ১০ ঘটিকায় জানেন যে পত্রিকার ঘোষনাপত্র বাতিল করা হয়েছে। অতপর ০৭/১২/২০২১ তারিখে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কার্যালয় হতে উক্ত নোটিশ গ্রহণ করা হয়। নোটিশে সাপ্তাহিক বাংলা বিবেক পত্রিকাটি দীর্ঘদিন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কার্যালয়ে ছাপাখানা ও প্রকাশনা শাখায় জমা দেওয়া হচ্ছেনা বলে নোটিশে উল্লেখ রয়েছে নোটিশের এই বক্তব্য সঠিক নহে। অনেক কষ্টের মধ্যেও পত্রিকাটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছিলো। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কার্যালয়ের বিশেষ শাখা, নগর পুলিশের বিশেষ শাখা ও চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের বিশেষ শাখায় নিয়মিত জমা দেওয়া হয়েছে। যার কপি তার কাছে সংরক্ষিত আছে। এই দরখাস্তটির কোনো জবাব আপীলকারীকে রেসপনডেন্ট পক্ষ থেকে দেওয়া হয়নি। কোনো জবাব না পেয়ে আপীলকারী বাধ্য হয়ে ছাপাখানা ও প্রকাশনা (ঘোষণা ও নিবন্ধীকরণ) আইনের ২(ক) ধারায় প্রেস আপীল বোর্ডের সমীপে বর্তমান আপীলটি দায়ের করেন। এই আপীলে রেসপনডেন্ট পক্ষ কোনো জবাব দাখিল করেননি তবে তাদের পক্ষে শুনানীর সময় আইনজীবী উপস্থিত ছিলেন।

আপীলকারী এই আপীলে নিবেদন করেন যে নিয়মিতভাবে পত্রিকাটি প্রকাশিত হতো এবং নিয়ম মেনেই পত্রিকাটির কপি সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে জমা দেওয়া হয়েছে। কাজেই যে বক্তব্যে পত্রিকাটির ঘোষনাপত্র বাতিল করা হয়েছে তা ঘটনা এবং আইনের পরিপন্থি। তিনি আরো বলেন সাপ্তাহিক বাংলা বিবেক পত্রিকার প্রকাশনা একনাগাড়ে কোনো দিনই ছয়মাস বন্ধ ছিলনা। কাজেই ছাপাখানা ও প্রকাশনা (ঘোষণা ও নিবন্ধীকরণ) আইন ১৯৭৩ এর ৯(৩)খ

ধারা কখনোই অমান্য করা হয়নি ফলে ফরম(বি) বাতিলটি আইন অমান্য করে করা হয়েছে এবং আদেশটি বাতিলযোগ্য। তিনি আরো বলেন এই আদেশ দেওয়ার পূর্বে আপীলকারীকে কোনো প্রকার শোকজ নোটিশ দেওয়া হয়নি কাজেই তার বিরুদ্ধে দেওয়া আদেশটি গ্রহণযোগ্য নহে এবং তা বাতিলযোগ্য। তিনি আরো বলেন সর্বদা পত্রিকা প্রকাশনার পরে সরকারি অফিসসমূহে এর কপি বিতরন করা হয় কিন্তু সরকারি অফিসে যার কাছে এই পত্রিকার কপি দেওয়া হয় তিনি কখনোই ওই কপি রিসিভ করে কোনো রশিদ দেননা। যার ফলে আপীলকারী পক্ষ এবং অন্যান্য ব্যক্তিরাও কপি জমা দিয়েছেন এটা প্রমান করতে অসুবিধার সম্মুখিন হন। কপি গ্রহন করতে গিয়ে কোনো রশিদ না পাওয়ার কারনটি আপীলকারীর ব্যর্থতা নয় যদি ব্যর্থতা হয়ে থাকে তা রেসপনডেন্ট পক্ষের, কাজেই তাদের ব্যর্থতার জন্য কোনোভাবেই আপীলকারীর বিরুদ্ধে কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা আইনসম্মত নয়। সর্বশেষে তিনি বলেন কথিত আদেশটি দেখিলে ইহা পরিস্কার যে একই আদেশে পঞ্চাশটি পত্রিকার বিরুদ্ধে কার্যক্রমের ফলাফল দেখানো হয়েছে এবং ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু কি কারনে তাদের পত্রিকাসমূহের ঘোষণা বাতিল করা হলো তা স্পষ্ট করেননি, শুধুমাত্র এক কথায় ধারাবাহিকভাবে বন্ধ থাকায়, চুক্তিপত্রের শর্ত না মানা এই দুটি কারন উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু কোন পত্রিকা কোনটির কারনে দায়ি তা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হয়নি। তদুপরি যে কারণ দেখানো হয়েছে তাহাতে কি ঘটনাসমূহ ছিল বা কিভাবে চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করা হয়েছে তাহাও উল্লেখ করা হয়নি । ফলে আদেশটি অস্পষ্ট এবং কোনো বিবরণ ছাড়া দেওয়া হয়েছে ফলে তাও গ্রহণযোগ্য নহে। রেসপনডেন্ট পক্ষ থেকে আপিলকারী পক্ষকে যে নোটিশ দেওয়া হয়েছে যাহা আপিলকারী অস্বীকার করেছে এবং নোটিশ কপি দেওয়ার ব্যপারে রেসপনডেন্ট পক্ষ কোনো প্রকার প্রমাণ হাজির করতে পারেননি। যাহার ফলে এই অদেশটি কারণদর্শানো নোটিশ প্রদান না করে করা হয়েছে বলেই আইনত ধরে নেওয়া যায় ফলে এটাও আইনে গ্রহণযোগ্য নয়। সবশেষে তিনি নিবেদন করেন যে, সাপ্তাহিক বাংলা বিবেকের বিরুদ্ধে তার ঘোষনাপত্র বাতিলের যে আদেশ দেওয়া হয়েছে তা সম্পূর্ণ বেআইনি এবং বাতিলযোগ্য।

অপরদিকে রেসপনডেন্ট পক্ষের আইনজীবী নিবেদন করেন যে, এই মামলায় পত্রিকাটি প্রকাশনার পর থেকে কখনো নিয়মমতো প্রকাশিত হয় নাই। নিয়মিতভাবে এর কপিসমূহও নির্ধারিত সরকারি দপ্তরসমূহে জমা দেওয়া হয় নাই। এই জমা না দেওয়ার ব্যাপারটি কারণদর্শানো নোটিশে বলা হয়েছিল কিন্তু আপীলকারী তার জবাব দেন নাই। ফলে কর্তৃপক্ষ আইনসম্মতভাবেই আদেশটি প্রদান করেছেন এবং অত্র আপীলটি বাতিলযোগ্য। তদুপরি আইনত: আপীল্যান্ট পত্রিকার কপি জমা দিবেন এ দায়িত্ব তার। আপীলপক্ষকেই প্রমাণ করতে হবে যে পত্রিকার কপি তারা জমা দিয়েছেন। এখানে এমন কোনো কাগজ আপীল্যান্ট দেখাতে পারেন নাই। যাহাতে বোঝা যায় কপি জমা দেওয়া হয়েছে। কপি জমা দেওয়ার সময় কর্তৃপক্ষ রশিদ দেন না ইহা আইনসম্মত নহে। যদি না দিয়ে থাকেন তবে সেই ব্যপারে আপীল্যান্ট পক্ষে করণীয় ছিল। কিন্তু তাহারা তা করেছেন এবং চেষ্টা করেছেন বা রশিদ না দেওয়ার কথা কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছে এমন কোনো বক্তব্য বা প্রমাণ এখানে নাই। ফলে ধরে নিতে হবে যে নির্ধারিত কপিসমূহ নিয়মিতভাবে জমা দেওয়া হয় নাই এবং রেসপনডেন্ট এর আদেশ আইনসম্মত। তিনি আরো বলেন যে কারণ দশানো নোটিশের কোনো জবাব আপীল্যান্ট দেন নাই। ফলে যে সমস্ত বক্তব্য কারণ দর্শানো নোটিশে তার বিরুদ্ধে বলা হয়েছে তাহা প্রশ্নহীনভাবে গ্রহনীয়। অর্থাৎ বিবেকের প্রকাশনা বাতিল আদেশ সম্পূর্ণ আইনসম্মত।

উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনিলাম এবং যুক্তিসমূহ পর্যালোচনা করিলাম। দেখা যায় এই মামলায় আপীলকারীর বক্তব্য হলো তাদেরকে ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে কোনো নোটিশ প্রদান করা হয়নি। কিন্তু রেসপনডেন্ট পক্ষ দাবি করে যে, এখানে কারণদর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়েছে। এই নোটিশ দেওয়ার ব্যপারে রেসপনডেন্ট পক্ষ কোনো ধরনের কোনো প্রমাণ হাজির করতে পারেনি। যদিও আইনত আপীকারীপক্ষ নোটিশ পাওয়ার ব্যপারটি অস্বীকার করিলে নোটিশ দেওয়া হয়েছে এটা প্রমাণ করার দায়িত্ব রেসপনডেন্ট পক্ষের। এখানে রেসপনডেন্ট পক্ষ এই ব্যপারটি প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। ফলে আইনত ইহাই প্রতিষ্ঠা পায় যে, কারণদর্শানো নোটিশ প্রদান না করে অথবা নোটিশটি আপীলান পক্ষকে জারি না করে প্রদান করা হয়েছে, ফলে ইহা আইনত রক্ষনীয় নয়। তদুপরি আপীলান পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে যে সাপ্তাহিক বাংলা বিবেক পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশিত হতো এবং নিয়ম মেনেই উহার কপি সরকারি বিভিন্ন দপ্তরে জমা দেওয়া হতো। কথিত আদেশে দেখা যায় যে, দীর্ঘদিন যাবত পত্রিকাটির প্রকাশনা ধারাবাহিকভাবে বন্ধ ছিল ফলে ছাপাখানা ও প্রকাশনা (ঘোষণা ও নিবন্ধীকরণ) আইন ১৯৭৩ এর ৯(৩)খ ধারা অনুযায়ী পত্রিকাটির ঘোষনাপত্র বাতিল করা হয়েছে। ৯(৩)খ ধারা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় কোনো পত্রিকা যদি ৬ মাস যাবত প্রকাশিত না হয় তখনি এই ধারাটি প্রযোজ্য আপীলকারীর নিবেদন হলো তারা নিয়মিতভাবে পত্রিকাটি প্রকাশ করতেন। তাদের এই বক্তব্যের সমর্থনে তারা বেশ কিছু পত্রিকার কপি রেকর্ডে জমা দিয়েছেন। তারমধ্যে দেখা যায় সাপ্তাহিক বিবেক পত্রিকার ২৭/১১/২০২১, ১৭/০১/২০২১, ২১/০২/২০২১, ১৭/০৩/২০২১, ২৬/০৩/২০২১, ০৪/০৫/২০২১, ১১/০৭/২০২১, ১৫/০৮/২০২১, ২৫/০৯/২০২১, ২৮/০৯/২০২১, ১৮/১০/২০২১, ২৭/১১/২০২১ তারিখের পত্রিকার কপি ও ফটোকপি জমা দেওয়া হয়েছে। কথিত আদেশটির তারিখ ০৫/১২/২০২১, ফলে এর নিকটবর্তী তারিখের পত্রিকা হলো ২৭/১১/২০২১। তদুপরি তারিখসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় কোনো তারিখসমূহের মধ্যে ৬ মাস গ্যাপ নাই। কাজেই কোনোক্রমেই পত্রিকাটি ৬ মাস বন্ধ ছিল এ কথা প্রমান করেনা যার ফলে রেসপনডেন্ট পক্ষের এই বিষয়ের বক্তব্যটি অর্থাৎ পত্রিকাটি প্রকাশনার ক্ষেত্রে আইনের ৯(৩)খ ধারা লংঘন করা হয়েছে এই বক্তব্যটি টিকেনা। পত্রিকা সমূহের কপি নিয়মমাফিক জমা দেওয়া হয়না রেসপনডেন্ট পক্ষের এই বক্তব্যকে আমরা মনোনিবেশ সহকারে চিন্তা করেছি এবং দুই পক্ষের বক্তব্য শুনেছি এই ব্যপারে আমরা একমত যে আপীলকারী কর্তৃক তাদের বক্তব্য যে তারা নিয়মিত পত্রিকা জমা দেন তাহা অস্বীকার করা যায়না। কারণ এখানে রেসপনডেন্ট কোনোভাবেই প্রমাণ করতে পারেনি যে আপীলকারী পক্ষ জমা দেন না। বরং আপীলকারী পক্ষকে যে পত্রিকার কপি পেয়ে রশিদ দেওয়া হয়না ইহাই আমাদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়। আপীলকারী যে কপি দিয়েছেন তা প্রমাণ করতে না পারা আপীলকারীর ব্যর্থতা নয় বরং ব্যর্থতাটি রেসপনডেন্ট পক্ষের। অন্য আপীলেও আমরা দেখেছি যে, রেসপনডেন্ট পক্ষ এই বক্তব্যটিকে চ্যালেঞ্জ করে প্রমান করতে পারেননি এবং সেই সব মামলায় আমরা এই পয়েন্টে আপীলকারীর পক্ষেই মত দিয়েছি। এখানেও আমরা একমত যে ব্যর্থতা রেসপনডেন্ট পক্ষের কারণ সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে প্রতিদিন বহু ডকুমেন্ট ও পত্রিকার কপি রিসিভ হয় কাজেই এত ডকুমেন্ট ও পত্রিকার কপির রশিদ দেওয়া সম্ভব নাও হতে পারে। এ ব্যপারে আমরা রেসপনডেন্টপক্ষকে অনুরোধ করবো তারা যেন পত্রিকার কপি পেয়ে কিছু একটা পত্রিকার মালিকদেরকে দেন যা মালিকপক্ষ পত্রিকার কপি দেওয়া হয়েছে সমর্থনে দেখাতে পারে। আপীল্যান্ট পক্ষের এ ব্যপারে কিছু ব্যর্থতা আছে কারণ পত্রিকার কপি যখন জমা দেওয়া হয় তখন দ্রুত সময়ে তাদের একটি দরখাস্তের মাধ্যমে এ বিষয়টি জানানো দরকার এবং এই দরখাস্তের কপি ভবিষ্যতে দেখাতে পারেন। কিন্তু ব্যর্থতাটির জন্য আমরা পত্রিকাটির বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ কার্যক্রম গ্রহণ করবেন এটি সমর্থন করতে পারিনা। সর্বশেষে আদেশটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, পঞ্চাশটি পত্রিকার বিরুদ্ধে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে কিন্তু পত্রিকাসমূহের ঘোষনা বাতিলের কারণ এখানে স্পষ্ট করা হয়নি। শুধুমাত্র এক কথায়

ধারাবাহিকভাবে বন্ধ থাকায়, চুক্তিপত্রের শর্ত না মানা এই দুটি উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু কোন পত্রিকা কোন কারনটিতে দায়ি তা পরিস্কার নয়। তদুপরি যে কারন দেখানে হয়েছে তাহাতে কি ঘটনাসমূহ ছিল বা কিভাবে চুক্তির শর্ত ভঙ্গকরা হয়েছ তা উল্লেখ করা হয় নাই। কাজেই আদেশটি অস্পষ্ট এবং কোনো বিবরণ ছাড়া দেওয়া হয়েছে যা গ্রহণযোগ্য নয় । অর্থাৎ সাপ্তাহিক বিবেক পত্রিকাটি যে কারণে ঘোষনাপত্র বাতিল করা হয়েছে তা উল্লেখিতভাবে বিবেচনা করলে টিকতে পারেনা। অতএব আমরা সবাই একমত যে সাপ্তাহিক বিবেক পত্রিকার বিরুদ্ধে যে আদেশ দেওয়া হয়েছে তা আইনসম্মত নহে ও বাতিল যোগ্য । অতএব রেসপনডেন্ট কর্তৃক ০৫/১২/২০২১ তারিখে প্রকাশিত স্মারক নং ০৫.৪১.২৬০০.০০২৫.০৫২.০৭৭(অংশ-১).২১-৪০৬(৫০) স্মারকটি যাহাতে ক্রমিক নং ৪৭ এ সাপ্তাহিক বিবেক পত্রিকার ঘোষণাপত্র ফরম(বি) বাতিল করা হয় তা আইনসম্মত নহে। অতএব সাপ্তাহিক বিবেক পত্রিকাটির ঘোষণাপত্র বাতিলের আদেশ বাতিল করা হলো।

অত্র রায়ের এক কপি আপীলকারীকে ও এক কপি রেসপন্ডেন্টকে দেয়া হোক।

স্বাক্ষরিত/-

বিচারপতি মো. নিজামুল হক নাসিম
চেয়ারম্যান
প্রেস আপীল বোর্ড ও
বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল

স্বাক্ষরিত/-

ইকবাল সোবহান চৌধুরী
সদস্য
প্রেস আপীল বোর্ড ও
বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল

স্বাক্ষরিত/-

মো. কাওসার আহাম্মদ
যুগ্মসচিব, তথ্য ও সম্প্রচার
মন্ত্রণালয়
ও সদস্য, প্রেস আপীল বোর্ড